‘নীলদর্পণ’ নাটক নয় নাট্যচিত্র মাত্র

অথবা, ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি কয়েকটি চিত্রের সমষ্টিমাত্র

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক - এর সামাজিকও রাজনৈতিক মূল্য অপরিসীম। এটি একটি উদ্দেশ্য মূলক রচনা। কিন্তু শিল্পগত মূল্য বিচারের জগৎ স্বতন্ত্র। নীলদর্পণের পুরোপুরি নাট্যগঠনের আদর্শ রক্ষিত হয়নি বলে সমালোচকই সংশয় প্রকাশ করেছেন কেউ একে নাট্য চিত্র বলেছেন, কেউ বলেছেন নক্‌শা কেউ বা বলেছেন বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং আর ফলে গ্রামবাসী চাষী পরিবারের সর্বণাশ দেখানোই নীলদর্পণের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য ও বক্তব্য যাই হোক না কেন তাকে একটিকাহিনীর মধ্যে সংবদ্ধ করতে হবে। কাহিনীর মধ্যে নাট্যিক ঐক্য ও দ্বন্দ্বমূলক সংহতি থাকা প্রয়োজন।

দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকেকি নাটকোচিত ঘনপিনদ্ধ ঐক্যবদ্ধ কাহিনী নাই ? এই নাটক,এ গোলোক বসুর পারিবারিক সর্বনাশ প্রদর্শিত হয়েছে। কাহিনী হিসাবে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে সম্পন্ন জোতদার পরিবার স্বরপুরের বসুদের নীলচাষের ব্যাপার নিয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। সেই সংঘাতের ফলে গোলোক বসু কারারুদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র নবীনমাধব প্রাণ হারিয়েছে। সাবিত্রী পাগল হয়ে গিয়ে কনিষ্ঠা পুত্রবধূ সরলতার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলেছে। এই ভাবে

বসু পরিবার বিধস্ত হয়েছে। একে পূর্ণাঙ্গ নাট্য কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত বলা যায় না। কারণ এর বিভিন্ন অংশে মধ্যে কার্যকরণের সূত্রে অনিবার্যতা গড়ে ওপঠে নি। নাটকের প্লটে একটি দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক সমস্যাই প্রধান হবে। দ্বন্দ্ব এ নাটকে ও আছে। নীলকরেরা জোর করে জমিতে নীল চাষ করবার জন্য দাদন দেবে, গোলোক বসু নির্দিষ্ট কতকগুলি জমিতে নীলচাষ করতে রাজি হলেও সব জমিতে নীল ফলিয়ে ধনে প্রাণে সর্বস্বান্ত হতে রাজি নয়। বৃদ্ধ ব্যাক্তিত্বহীন গোলক বসু সাহেবদের অত্যাচারের ভয়ে রাজি হলেও জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীন মাধব এতে সম্মত নয়। এই দ্বন্দ্ব একটা সাধারণ অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশের বহুগ্রামে দেখা দিয়েছিল। নাট্যকার নবীনমাধবদের অত্যাচারিত কৃষিজীবি গণ সমাজের মুখপাত্র রূপে গ্রহন করে একটি ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বকে রূপ দিয়েছেন। ইতিহাস গত কোনো অর্থনেতিক সংগ্রামকে নাট্যরূপ দেওয়া যায়। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন উক্ত ঐতিহাসিক সংঘাতকে ব্যাক্তিগত উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করা।

নীলদর্পণ নাটকে পূর্বোক্ত কাহিনীর কোন পাত্র পাত্রীরই ব্যাক্তিগত জীবন প্রকাশ পায় নাই। যদি নীলকরদের খলনায়ক রূপে গ্রহণ করি তবে তাদের ব্যাক্তিগত জীবন কথা প্রকাশ পাওয়ায় কোনো ক্ষতি হয় নাই। কারণ তাদের খলতা প্রদর্শনই নাটকের উদ্দেশ্য। ব্যাক্তিগত জীবনের কোনরূপ চিত্র প্রকাশের সুযোগ এ নাটকে নাই। কিন্তু কোন পাত্রপাত্রীরই অন্তর্লোক আলোড়িত হয় নাই। অন্তরের সঙ্গে অন্তরের টানাপপোড়নের মধ্যে কোন ঘটনাপর্যায়ের সৃষ্টি হয়নি। নীলকরেরা অত্যাচার করেছে আর তারা অত্যাচারিত হয়েছে। নাট্যকাহিনী ঘনীভূত হয়ে ওঠার পক্ষে এটাই হলো প্রধান বাধা। দ্বিতীয় বাধা হল এই কাহিনীর ভিত্তিতে যে সংঘাত আছে তা যতটা ভাবাশ্রয়ী ততটা ঘটনাশ্রয়ী নয়। নীলকরদেরঅত্যাচারের চিত্রই আছে, বাধার ব্যাপার গুরুত্ব পায়নি।

নীলদর্পণ নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে নবীন মাধবদের কাহিনী। তার পাশাপাশি আরও একটি কাহিনীর আভাস আছে ক্ষেত্রমণির পরিবারকে কেন্দ্র করে। তা ছাড়া অন্য কতকগুলি চরিত্রকে কেন্দ্র করে এমন কতকগুলি দৃশ্য আছে যার সঙ্গে নবীন মাধবদের সর্বনাশের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না, যেমন - ক্ষেত্রমনিদের কাহিনী। ক্ষেত্রমনিদের কাহিনী এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধির পক্ষে লেখকে সাহায্য করেছে স্বতন্ত্র ভাবে চরিত্র চিত্রণে ও সংলাপে সাফল্য দেখিয়েছে, কিন্তু মূল কাহিনীকে প্রয়োজনীয় সংহতি তো দিতে পারেনি উপরন্তু শিথিল করে তুলেছে।

আর একটি দিক দিয়েও কাহিনীর শৈথিল্য লক্ষ্যনীয়। নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী থাকতে পারে কিন্তু সে কাহিনী কোন মতেই বিচ্ছিন ভাবে অবস্থান করতে পারে না তাদের ও মূল কাহিনীর সঙ্গে নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য করে তুলতে হয়।

বসু পরিবারের সঙ্গে সাধুচরনের কাহিনী বলা হয়েছে বটে কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে। রাইচরণ ও সাধুচরণের ওপর নিগ্রহ এবং তাদের আরও শাস্তি দেবার জন্য সাধুচরণের সন্তান সম্ভবা কন্যা ক্ষেত্রমনির ওপর রোগ সাহেবের অত্যাচার এবং পরিণামে ক্ষেত্রমনির বেদনাময় মৃত্যু এই ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত। ক্ষেত্রমনির কাহিনী নাটকীয় পাশ্বকাহিনী হয়ে ওঠেনি। আবার ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র কাহিনী ও হয়নি। অর্থনৈতিক পীড়নের সঙ্গে নৈতিক অত্যাচার ও এখানে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক জুলুমবাজি এবং নারীর সতীত্ব নাশের বিবরণ গল্প হয়ে উঠতে পারে নি, হয়েছে কয়েকটি শিথিলবদ্ধ চিত্রের সংকলন।

নীলদর্পণকে নাট্যচিত্র বলা হলে নাটক হিসাবে এর মূল্যকে অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হয়। সে কথা ঠিক হলেও এটাই নাটকের যথার্থ পরিচয়। উদ্দেশ্য প্রচার করতে গিয়ে নাটকীয় সংহতি পূর্ন প্লট তৈরী হয়নি।তার বদলে শিথিলবদ্ধ ঘটনা পরম্পরার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নীলকর সাহেবদের কুটিরের দৃশ্যকটি ও জীবন্ত। তোরাপ ও অন্যান্য রায়ত দের যে গুদামে বন্দী করে রাখা হয়েছিল একটি দৃশ্যে তার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। নবীন মাধবদের পারিবারিক কাহিনীর দিক থেকে এরূপ একটি দৃশ্যের হয়ত প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এরূপ একটি নাট্য তাৎপর্যে পরিপূর্ণ দৃশ্যের সৌন্দর্য হেলায় হারানো যায় না।

দীনবন্ধু মিত্র উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিদ্রোহ কে মুখ্যস্থান না দিয়ে ক্রমাগত অত্যাচারের বর্ণনার দ্বারা করুন রসে পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে নীলকরদের, কাছে যেন কোন আবেদন সৃষ্টি করেছেন। এই কারণেই নাটকে প্রকৃত স্বরূপ এর কাছে তিনি অবিচার করেছেন। তাই নীলদর্পণ নাটক যে কতগুলি দৃশ্যের সমষ্টি এই অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করা যায়না।